বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সুরাইয়া বেগম

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ
Internally Displaced Persons in Bangladesh

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৫

প্রকাশক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
২৬/৩ পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৮০-২-৮৩১৫৮৫১
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৩১৮৫৬১
ইমেইল ঃ ask@citechco.net

© আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

প্রচ্ছদ ঃ
কাজী আনিস বিকি

ISBN : 984-32-2157-X

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রক
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড

সহযোগিতায় ঃ
মহানির্বাণ কলকাতা রিসার্চ গ্রুপ (MCRG) এবং Brookings Institution SAIS Project on Internal Displacement

সূচিপত্র

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ও জাতিসংঘ সহায়ক নীতিমালা ৭

পটভূমি ও সংজ্ঞায়নের সমস্যা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৩

নদীভাঙনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ১৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সশস্ত্র সংঘর্ষ উদ্ভূত বাস্তুচ্যুতি ১৮

গণতন্ত্র প্রধান রাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমিক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঃ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ২৭

চিংড়ি চাষ ঃ বিশ্বায়নকৃত পৃথিবীতে অর্থনৈতিক স্থানান্তরণ ৩৩

রাষ্ট্রকর্তৃক বলপূর্বক উচ্ছেদ ঃ বস্তি ও পতিতালয় ৪০

সুপারিশসমূহ ৪৭

উপসংহার ৫২

তথ্যনির্দেশ ৫৪

সংযোজনী ঃ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত জাতিসংঘ সহায়ক নীতিমালা ৫৭

প্রথম অধ্যায়
সাধারণ নীতিমালা

নীতিমালা-১

১. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ, পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে, আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে সকল অধিকার ও সমানাধিকার ভোগ করবে যা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিক ভোগ করেন। কেবলমাত্র বাস্তুচ্যুত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে কোন অধিকার বা স্বাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা যাবে না।

২. এই নীতিমালা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ব্যক্তিগত ফৌজদারী দায় বিশেষ করে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

নীতিমালা-২

১. এই নীতিমালা সকল ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও কর্তৃপক্ষ তার বা তাদের আইনানুগ মর্যাদা নির্বিশেষে মেনে চলবে এবং কোনরূপ বিরূপতা ছাড়াই প্রয়োগ করবে। এই নীতিমালার প্রতিপালনের কারণে সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তির আইনানুগ মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

২. কোন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বা মানবিক আইন সংক্রান্ত দলিলের ধারাকে অথবা রাষ্ট্রীয় আইনে স্বীকৃত নাগরিক অধিকারকে সীমিত, পরিবর্তিত, ক্ষতিগ্রস্ত করে এমনভাবে নীতিমালাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বিশেষ করে, এই নীতিমালা অন্যান্য রাষ্ট্রে আশ্রয়লাভের ও আশ্রয় প্রার্থনার বিদ্যমান অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে না।

নীতিমালা-৩

১. রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে নিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করার।

২. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের এইসব সংস্থাসমূহের কাছে নিরাপত্তা ও মানবিক সাহায্যের অনুরোধ করবার ও তা লাভের অধিকার রয়েছে। এ ধরনের অনুরোধ করবার কারণে তাদেরকে নির্যাতন কিংবা কোনরূপ শাস্তি দেওয়া যাবে না।

নীতিমালা-৪

১. এই নীতিমালা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, বিশ্বাস, রাজনৈতিক বা অপরাপর মতাদর্শ, জাতীয়, উপজাতীয় বা সামাজিক ব্যুৎপত্তি, সামাজিক বা আইনগত মর্যাদা, বয়স, নৃতাত্ত্বিক অক্ষমতা, সম্পত্তি, জন্ম কিংবা অন্যান্য মাপকাঠি নির্বিশেষে বৈষম্যহীনভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২. বিশেষ শ্রেণীর বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ যেমন শিশুরা, বিশেষ করে এতিম শিশু, গর্ভবতী নারী, নবজাতকসহ মা, মহিলা গৃহকর্ত্রী, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের অবস্থা অনুযায়ী নিরাপত্তা ও সহায়তার এবং তাদের বিশেষ প্রয়োজনবোধে পরিচর্যার অধিকারী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা

নীতিমালা-৫

সকল কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সব পরিস্থিতিতে মানবাধিকার ও মানবিক আইনসহ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সেইসাথে এর অধীনে তাদের দায়-দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করবে যাতে (এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে যার ফলে কোন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়) বাস্তুচ্যুতির মতো ঘটনা রোধ বা এড়িয়ে চলা সম্ভবপর হয়।

নীতিমালা-৬

১. প্রতিটি মানুষের তার ঘরবাড়ী বা আবাসস্থল থেকে অন্যায়ভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. অন্যায় বাস্তুচ্যুতি যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তবে অন্তর্ভুক্ত হলো - যখন তা ঃ

ক) বর্ণবাদ, জাতিগত নিধন বা এ জাতীয় প্রবণতার নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বা যার ফলাফল হচ্ছে আক্রান্ত জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা গোত্রীয় গঠন পরিবর্তন করা।

খ) সশস্ত্র গোলযোগ বা সংঘাতের সময়, যদি না তাতে নিয়োজিত নাগরিকদের নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজনে কিংবা জরুরী সামরিক কারণে তা অপরিহার্য হয়।

গ) বড় পরিসরের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে, যা জোর করে আদায় করে বা জনস্বার্থকে অগ্রাহ্য করে করা হচেছ।

ঘ) দুর্যোগের ফলে, যদি না আক্রান্ত জনগণের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত কারণে তাদের স্থানান্তর প্রয়োজনীয় হয়।

ঙ) যখন তা একযোগে শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩) এ ধরনের বাস্তুচ্যুতির মেয়াদ ঘটনার পারিপার্শ্বিকতার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী দীর্ঘায়িত করা যাবে না।

নীতিমালা-৭

১. বাস্তুচ্যুতির কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যে কোন প্রকার বাস্তুচ্যুতি রোধে সব ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প ভাবনা খতিয়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। যেক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতির বিকল্প নেই, সেক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতির এবং এর প্রতিকূল প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. যে কর্তৃপক্ষ বাস্তুচ্যুতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তাকে যথাসম্ভব নিশ্চিত করতে হবে যে, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের জন্য উপযুক্ত আবাসের সংস্থান করা হয়েছে; তাদের জন্য সন্তোষজনক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদেরকে তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।

৩. সশস্ত্র সংঘাত এবং দুর্যোগময় জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত, অপরাপর সময়ে সংঘটিত বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অঙ্গীকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে

ক) রাষ্ট্রকে আইনানুমোদিত একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, এ ধরনের বাস্তুচ্যুতির উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে।

খ) যাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হবে, তাদেরকে বাস্তুচ্যুতির কারণ এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়েছে, এমনকি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে, এ সংক্রান্ত অঙ্গীকার প্রদান করে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) যাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হবে, তাদের স্বাধীন এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ওয়াকিবহাল সাপেক্ষে সম্মতি আছে কিনা, তা যাচাই করতে হবে।

ঘ) সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুতির ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের, বিশেষ করে নারীদের, তাদের বিকল্প বাসস্থান সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হতে হবে।

ঙ) যেক্ষেত্রে প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে যোগ্য আইনানুগ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকলাপ বজায় রাখতে হবে।

চ) কার্যকর প্রতিকার বিশেষ করে যথাযথ বিচারিক কর্তৃপক্ষের বাস্তুচ্যুতির সিদ্ধান্তের পুনর্নিরীক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

নীতিমালা-৮

এমনভাবে বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়া চালানো যাবেনা যেন বাস্তুচ্যুতির শিকার হতে যাওয়া মানুষদের জীবন, আত্মমর্যাদা, ব্যক্তি সত্তা ও সুরক্ষা লাভের অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

নীতিমালা-৯

আদিবাসী, সংখ্যালঘু, কৃষিজীবি, গবাদি-পশুপালক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের, যারা ভূমির উপর এবং এর সংশ্লিষ্টতার সাথে বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তাদের বাস্তুচ্যুতি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাস্তুচ্যুতির সময়কালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা

নীতিমালা-১০

১. জন্মগতভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার যা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। কাউকেই তার জীবনধারণের অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা যাবে না। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের অবশ্যই নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ থেকে রক্ষা করতে হবে-

ক) গণহত্যা,

খ) হত্যা,

গ) তড়িঘড়ি বা অন্যায় বিচার,

ঘ) মৃত্যু বা মৃত্যুর হুমকি প্রদানের মাধ্যমে বলপ্রয়োগপূর্বক অন্তর্ধান, অপহরণ ও অস্বীকৃত আটকাবস্থাও যার অন্তর্ভুক্ত।

এমনকি উপরোল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য হুমকি বা প্ররোচনা প্রদান নিবৃত্ত করতে হবে।

২. যে সকল অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত বর্তমানে বৈরিতা থেকে বিরত রয়েছে বা আদৌ কোন প্রকার বৈরিতায় অংশগ্রহণ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে কোন অবস্থাতেই কোনরূপ আক্রমণ বা এই জাতীয় সহিংসতার আশ্রয় নেয়া থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের অবশ্যই নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ থেকে রক্ষা করতে হবে-

ক) প্রত্যক্ষ বা নির্বিচার আক্রমণ কিংবা এই জাতীয় সহিংসতা, এমনকি এরূপ কোন এলাকা নির্ধারণ যেখানে নাগরিকদের উপর আক্রমণ অনুমোদিত,

খ) যুদ্ধকৌশলরূপে খাদ্য ঘাটতিজনিত মৃত্যু,

গ) প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বা সামরিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে এমনকি নিজ সুবিধার্থে তাদেরকে যুদ্ধ বর্ম হিসেবে ব্যবহার করা,

ঘ) তাদের ক্যাম্প বা বসতভিটা আক্রমণ,

ঙ) মানব-বিধ্বংসী ভূমি মাইনের ব্যবহার।

নীতিমালা-১১

১. প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে আত্মসম্মানের অধিকার এবং পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার।

২. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হোক না কেন, অবশ্যই নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ থেকে রক্ষা করতে হবে-

ক) ধর্ষণ, অঙ্গহানি, নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি কিংবা আত্মমর্যাদার জন্য হানিকর অপরাপর ব্যবহার, যেমন লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোন ধরনের অশোভন হামলা।

খ) দাসত্ব বা এরূপ সমসাময়িক প্রথা, যেমন- বিবাহের উদ্দেশ্যে নারী বিক্রি, যৌন হয়রানি বা বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম,

গ) সহিংস কার্যকলাপ যা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের মাঝে ভীতির সৃষ্টি করে।

নীতিমালা-১২

১. প্রত্যেকের রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার। কাউকেই অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা বা আটক রাখা যাবে না।

২. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের এই অধিকার বজায় রাখতে হলে তাদেরকে কোন ক্যাম্পে অন্তরীণ বা বন্দী রাখা যাবে না। তবে যদি কোন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে তাদের অন্তরীণ বা বন্দী রাখা জরুরী হয়ে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে উক্ত অন্তরীণাবস্থা বা বন্দীত্বের স্থায়িত্বকাল প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশী হতে পারবেনা।

৩. বাস্তুচ্যুতির ফলে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা বা আটক রাখা থেকে নিবৃত্ত হতে হবে।

৪. কোন অবস্থাতেই অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জিম্মি করা যাবে না।

নীতিমালা-১৩

১. কোন অবস্থাতেই বাস্তুচ্যুত শিশুদের যুদ্ধবিগ্রহ-বৈরিতায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া বা তাতে নিযুক্ত করা যাবে না।

২. বাস্তুচ্যুতির ফলস্বরূপ কোন সশস্ত্র বাহিনী বা গোষ্ঠীতে নিযুক্ত করার বৈষম্যমূলক রীতি থেকে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে এমন কোন নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ যা ঐ ধরনের নিযুক্তিতে বাধ্য করে বা এ ধরনের নিযুক্তি মেনে না নিলে শাস্তি আরোপ করে, তা থেকে সর্বাবস্থায়ই তাদের রক্ষা করতে হবে।

নীতিমালা-১৪

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে স্বাধীনভাবে চলাচলের এবং তার পছন্দসই বাসস্থান বেছে নেয়ার অধিকার।

২. বিশেষতঃ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের রয়েছে তাদের ক্যাম্পের কিংবা বসতভিটার ভেতরে ও বাহিরে মুক্তভাবে চলাচলের অধিকার।

নীতিমালা-১৫

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের রয়েছে-

ক) দেশের অন্য কোন অংশে নিরাপত্তা অন্বেষণের অধিকার;

খ) দেশত্যাগের অধিকার;

গ) ভিন্ন রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার; এবং

ঘ) এমন কোন স্থানে জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন কিংবা পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা লাভের অধিকার, যেখানে তাদের জীবন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

নীতিমালা-১৬

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার সকল ব্যক্তিবর্গের নিখোঁজ স্বজনদের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে এবং সেইসাথে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অধিকার রয়েছে।

২. নিখোঁজ স্বজনদের ভাগ্য ও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা নেবে এবং এ জাতীয় কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সহায়তা করবে। তারা চলমান তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে নিকটজনদের অবহিত করবে, পাশাপাশি ফলাফলের ব্যাপারেও জানাবে।

৩. নিহত স্বজনদের দেহাবশেষ সনাক্ত ও খুঁজে বের করতে, তা গুম বা অঙ্গহানি থেকে রক্ষা করতে এবং দেহাবশেষ নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তরে কিংবা তা সমাহিত করতে ব্যবস্থা নেবে।

৪. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের সমাধিক্ষেত্র সকল অবস্থায়ই রক্ষা করতে ও সে স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পাশাপাশি নিহত স্বজনদের সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

নীতিমালা-১৭

১. নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পাবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে।

২. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্যে আলোচ্য অধিকারটি নিশ্চিত করতে হলে তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা একত্রে বসবাসে ইচ্ছুক তাদেরকে সেই সুযোগ দিতে হবে।

৩. বাস্তুচ্যুতির ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের যত দ্রুত সম্ভব একত্রিত করতে হবে। এ ধরনের একত্রীকরণ ত্বরান্বিত করতে সকল যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে যেখানে শিশুরা সম্পৃক্ত রয়েছে। দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিবারের সদস্যদের কর্তৃক তাদের নিখোঁজ স্বজনদের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হবে এবং পরিবারের একত্রীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলোর কাজে সহযোগিতা প্রদান ও উৎসাহিত করতে হবে।

৪. বাস্তুচ্যুতির শিকার যেসব পরিবারের সদস্যদের ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অন্তরীণ বা বন্দী রাখার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছে, তাদেরকে একত্রে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

নীতিমালা-১৮

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার সকল ব্যক্তিবর্গ মানসম্মত জীবনযাত্রার অধিকারী।

২. বিদ্যমান পরিস্থিতি কিংবা কোন প্রকার বৈষম্য নির্বিশেষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাস্তুচ্যুতির শিকার প্রত্যেকের জন্য নিম্নলিখিত সুবিধাদি নিশ্চিত করবে–

ক) দরকারী খাদ্য ও সুপেয় পানি,
খ) আশ্রয় ও আবাসনের ব্যবস্থা,
গ) পর্যাপ্ত বস্ত্রাদির সংস্থান,
ঘ) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্যানিটেশন সুবিধাদি।

৩. এ সকল মৌলিক চাহিদার সরবরাহ ও এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নীতিমালা-১৯

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা আহত ও অসুস্থ এবং সেইসাথে যারা প্রতিবন্ধী, তারা কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতিরেকেই দ্রুততম সময়ে সম্ভাব্য সকল প্রচলিত চিকিৎসা সুবিধাদি এবং যত্ন তাদের প্রয়োজনানুযায়ী পাওয়ার অধিকারী। বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিবর্গ, প্রয়োজন হলে, মনস্তাত্ত্বিক ও বিভিন্ন সমাজসেবা বিষয়ক সুবিধাদি পাওয়ার অধিকারী।

২. নারীর স্বাস্থ্য সুবিধার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, বিশেষত নারীর স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ও এগুলোতে প্রদত্ত সেবাসমূহে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, পাশাপাশি যৌন বা অন্যান্য নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাতে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ, যেমন এইডস, ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নীতিমালা-২০

১. আইনের চোখে সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে।

২. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্যে আলোচ্য অধিকারটি নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের আইনগত অধিকার চর্চা ও ভোগের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রাদি, যেমন পাসপোর্ট, ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত প্রমাণাদি, জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও বিবাহের প্রমাণ সংক্রান্ত দলিলাদি সরবরাহ করবে। বিশেষ করে বাস্তুচ্যুতি চলাকালে কাগজপত্রাদি হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা নতুন করে তৈরী করতে বা বদলে দিতে সহায়তা করবে এবং তা করতে হবে কোন প্রকার অযাচিত শর্তারোপ ব্যতিরেকেই, উদাহরণস্বরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উত্তোলনের পূর্বশর্ত হিসেবে বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিকে অবশ্যই তার আবাসস্থলে ফিরে আসতে হবে, এমন কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না।

৩. এই জাতীয় কাগজপত্রাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং সেইসাথে সে সকল কাগজপত্রাদি নিজ নামে ইস্যু করার অধিকার রাখে।

নীতিমালা-২১

১. কাউকেই সম্পত্তি থেকে কিংবা তার দখল থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা যাবে না।

২. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিকে কোনভাবেই তার সম্পত্তি থেকে কিংবা তার দখল থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা যাবেনা, বিশেষত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে–

ক) যুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত লুটতরাজের সময়,
খ) প্রত্যক্ষ বা নির্বিশেষ আক্রমণ কিংবা অন্যান্য সহিংসতায়,
গ) সামরিক কার্যক্রম বা এতদুদ্দেশ্যে মানববর্ম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে,
ঘ) যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় শত্রুপক্ষের আক্রমণের জবাবে প্রত্যাঘাতের বিষয়বস্তু হিসেবে, এবং
ঙ) সার্বিক শাস্তিস্বরূপ পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া।

৩. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি ধ্বংস, অন্যায় ও অবৈধ দখল, আত্মসাৎ কিংবা অবৈধ ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

নীতিমালা-২২

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিদের, তারা ক্যাম্পে থাকুক বা না থাকুক, বাস্তুচ্যুতির কারণে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না-

ক) চিন্তা, বিবেক, ধর্মীয় বা বিশ্বাস, মতামত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা,

খ) চাকুরীতে অবাধে সুযোগ লাভের ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার,

গ) সামাজিক, গোষ্ঠীগত বিভিন্ন কার্যক্রমে অবাধে ও সমতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণের অধিকার,

ঘ) ভোট প্রদানের অধিকার এবং সেই সাথে সরকার ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার, বিশেষত এই অধিকার ভোগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাদিতে প্রবেশাধিকার, এবং

ঙ) বোধগম্য ভাষায় যোগাযোগের অধিকার।

নীতিমালা-২৩

১. প্রত্যেক মানুষের রয়েছে শিক্ষার অধিকার।

২. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্যে আলোচ্য অধিকারটি নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা যেন শিক্ষার সুযোগ পায়, বিশেষ করে বাস্তুচ্যুত শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্তরে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তা বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক হতে হবে।

৩. শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীগুলোতে নারীর পূর্ণ ও অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

৪. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্যে, তারা ক্যাম্পে বসবাস করুক বা না করুক, যখনই পরিস্থিতি আসবে, বিভিন্ন শিক্ষা সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, বিশেষতঃ কিশোর বয়সীদের ও নারীদের জন্য।

চতুর্থ অধ্যায়
মানবিক সাহায্য সম্পর্কিত নীতিমালা

নীতিমালা-২৪

১. মানবতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণে এবং কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২. বাস্তুচ্যুতদের প্রদত্ত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে রাজনৈতিক বা সামরিক কারণে ব্যাহত করা যাবে না।

নীতিমালা-২৫

১. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের মানবিক সহায়তা প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত।

২. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের সহায়তার লক্ষ্যে মানবিক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও অপরাপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তাব করার অধিকার রাখে। এ ধরনের প্রস্তাব কখনোই অবন্ধুসুলভ আচরণ কিংবা একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির উপর হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করা যাবেনা। এক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদানের বিষয়টি অন্যায়ভাবে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মানবিক সাহায্য প্রদানে অস্বীকার করে বা তা প্রদানে ব্যর্থ হয়।

৩. মানবিক সাহায্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে এবং এ ধরনের কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত ও অবাধ চলাচল নিশ্চিত করবে।

নীতিমালা-২৬

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের ব্যবহৃত যানবাহন এবং মালামাল রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে।

নীতিমালা-২৭

১. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও অপরাপর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের মানবাধিকার এবং সুরক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং কোড অব কণ্ডাক্টের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

২. উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদ নিরাপত্তা বিধানের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবেনা, যারা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক আমন্ত্রণ বা অনুরোধের ভিত্তিতে উক্ত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রত্যাগমন, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা

নীতিমালা-২৮

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিবর্গ যেন স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানের সাথে নিজ বসতভিটা বা বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, কিংবা নিজ দেশের অন্য কোন প্রান্তে পুনর্বাসিত হতে পারে, সেরূপ পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরীর প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের রয়েছে। ঐ সকল

কর্তৃপক্ষ প্রত্যাবর্তনকৃত ও পুনর্বাসিত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের পুনঃএকত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

২. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা গ্রহণ পর্যায়ে তাদেরই পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নীতিমালা-২৯

১. বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিবর্গ নিজ বসতভিটা বা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেছে কিংবা নিজ দেশের অন্য প্রান্তে পুনর্বাসিত হয়েছে, বাস্তুচ্যুতির কারণে তাদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। সেই সাথে সরকার ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে অবাধ ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার ভোগের পাশাপাশি সরকারী সেবাখাতসমূহে প্রবেশাধিকার তারা পাবে।

২. প্রত্যাবর্তনকৃত ও পুনর্বাসিত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ যাতে তাদের ফেলে যাওয়া বা বেদখল হওয়া সম্পত্তি ও তাতে দখল ফিরে পেতে পারে তাতে সহায়তা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। যেক্ষেত্রে ঐ সকল সম্পত্তি ফিরে পাওয়া বা তাতে দখল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়, সেক্ষেত্রে তার বিপরীতে ন্যায়সঙ্গত আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা অন্য প্রকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সহায়তা করবে।

নীতিমালা-৩০

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মানবিক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও অপরাপর যথাযথ কর্তৃপক্ষ যাতে তাদের নিজ নিজ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাদের কাছে অবাধে ও দ্রুত পৌঁছাতে পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও তাতে সহায়তা করবে।

[১৯৯৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে গৃহীত ই/সিএন.৪/১৯৯৮/৫৩/অতিরিক্ত. ২ নং দলিল থেকে উল্লিখিত]